গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৮: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩ মে, ২০১৮)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী, আগামী ১৫ মে ২০১৮ গাজীপুর ও খুলনা সিটি করর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গাজীপুর সিটি করর্পোরেশনের জন্য মেয়র পদে ১০জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৯৪জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৮৭জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৯১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে ৭ জন, এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৫৪ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৮৪জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একইভাবে খুলনা সিটি করর্পোরেশনের জন্য মেয়র পদে ৫জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৮৯জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪৮জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২৪২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৪৮জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৮৪ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই দুইজন হলেন ৫৩ নং ওয়ার্ডের সৈয়দা রিফাত সুলতানা ও ৫৭ নং ওয়ার্ডের জিন্নাত সুলতানা। একইভাবে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি হলেন ১ নং ওয়ার্ডের রোজিনা বেগম রাজিয়া। দুই সিটিতেই মেয়র পদে কোনো নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। নারী প্রার্থীদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, গাজীপুর সিটি করর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ৮৬ জন এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ৪০ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে বিশ্লেষণ করেছি। আজকের সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তথ্যেও বিশ্লেষণগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন তারা।

গাজীপুর ও খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যে সকল মেয়র প্রার্থী ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের আয়, সম্পদ, দায়-দেনা, নিট সম্পদ ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্রও উপস্থাপিত হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

১.১ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৫ ৭১.৪৩%	০ ০%	৭ ১০০%	
ওয়ার্ড কাউন্সিলর	১১২ ৪৪.০৯%	৪০ ১৫.৭৪%	৩৪ ১৩.৩৮%	৩৯ ১৫.৩৫%	২১ ৮.২৬%	৮ ৩.১৪%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৪৯ ৫৮.৩৩%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৯ ১০.৭১%	৭ ৮.৩৩%	১ ১.১৯%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**১৬১** **৪৬.৬৬%**	**৪৯** **১৪.২০%**	**৪৩** **১২.৪৬%**	**৫০** **১৪.৪৯%**	**৩৩** **৯.৫৬%**	**৯** **২.৬০%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (৭১.৪৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (এম এ; এল এল বি), স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরিদ আহমদ (এম এ), বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট-এর প্রার্থী মোঃ জালাল উদ্দিন (এম এস এস), ইসলামী ঐক্য জোটের প্রার্থী ফজলুর রহমান (দাওরায়ে হাদিস) এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মোঃ নাসির উদ্দিন (তাকমিল)। স্নাতক ডিগ্রীধারীরা

হচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ হাসান উদ্দিন সরকার এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী কাজী মোঃ রুহুল আমিন।

- মোট ৫৭ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১১২ জনের (৪৪.০৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৪০ জনের (১৫.৭৪%) এসএসসি এবং ৩৪ (১৩.৩৮%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯ (১৫.৩৫%) ও ২১ জন (৮.২৬%)। ৮ জন (৩.১৪%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।
- মোট ১৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৮৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ৪৯ জন (৫৮.৩৩%)। ৯ জনের (১০.৭১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৯ জনের (১০.৭১%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯ জন (১০.৭১%) ও ৭ জন (৮.৩৩%)। ১ জন (১.১৯%) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১০ জন বা ৬০.৮৬%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৮৩ জন (২৪.০৫%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪৬.৬৬% (১৬১ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে ৯ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৪৯.২৭% (১৭০ জন)। মেয়র প্রার্থীদের সিংহভাগ উচ্চ শিক্ষিত হলেও মোট প্রার্থীর প্রায় অর্ধেকই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

১.২ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	
ওয়ার্ড কাউন্সিলর	৪৭ ৩১.৭৫%	৩৯ ২৬.৩৫%	২৫ ১৬.৮৯%	২৪ ১৬.২১%	১১ ৭.৪৩%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২১ ৫৩.৮৪%	৭ ১৭.৯৪%	২ ৫.১২%	৬ ১৫.৩৮%	৩ ৭.৬৯%	০ ০%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	**৭০ ৩৬.৪৫%**	**৪৬ ২৩.৯৫%**	**২৭ ১৪.০৬%**	**৩৩ ১৭.১৮%**	**১৪ ৭.২৯%**	**২ ১.০৪%**	**১৯২ ১০০%**	

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৬০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক এবং ২ জন (৪০%) স্ব-শিক্ষিত। স্নাতক ডিগ্রীধারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক (বি এ), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু (স্নাতক-আইন) এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মোঃ মুজাম্মিল হক (ফাজিলে দেওবন্দ)। অন্য ২ প্রার্থী জাতীয় পার্টির এস এম শফিকুর রহমান ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু স্বশিক্ষিত।
- মোট ৩১ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪৭ জনের (৩১.৪৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৩৯ জনের (২৬.৩৫%) এসএসসি এবং ২৫ (১৬.৮৯%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৪ (১৬.২১%) ও ১১ জন (৭.৪৩%)। ২ জন (১.৩৫%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।
- মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ২১ জন (৫৩.৮৪%), ৭ জনের (১৭.৯৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ২ জনের (৫.১২%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬ জন (১৫.৩৮%) ও ৩ জন (৭.৬৯%)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৬ জন বা ৬০.৪১%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪৭ জন (২৪.৪৭%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৬.৪৫% (৭০ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে ২ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৭.৫% (৭২ জন)। মেয়র প্রার্থীদের সিংহভাগ স্নাতক ডিগ্রীধারী হলেও ২ জন স্বশিক্ষিত। পাশাপাশি মোট প্রার্থীর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

২.১ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৩ ৪২.৮৬%	৩ ৪২.৮৬%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	২২ ৮.৬৬%	১৯৩ ৭৫.৯৮%	৫ ১.৯৬%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১২ ৪.৭২%	১৯ ৭.৪৮%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১ ১.২৯%	২৩ ২৭.৩৮%	৬ ৭.১৪%	৫ ৫.৯৫%	৩৯ ৪৬.৪২%	৩ ৩.৫৭%	৭ ৮.৩৩%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**২৩** **৬.৬৬%**	**২১৯** **৬৩.৪৭%**	**১৪** **৪.০৫%**	**৮** **২.৩১%**	**৪০** **১১.৫৯%**	**১৫** **৪.৩৪%**	**২৭** **৭.৮২%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (৪২.৮৬%) ব্যবসায়ী, ৩ জন (৪২.৮৬%) চাকুরিজীবি এবং ১ জন আইনজীবি। ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত ৩ জন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ হাসান উদ্দিন সরকার এবং ইসলামী ঐক্য জোটের প্রার্থী ফজলুর রহমান। চাকুরিজীবি ৩ প্রার্থী হচ্ছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী কাজী মোঃ রুহুল আমিন, স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরিদ আহমদ এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মোঃ নাসির উদ্দিন। আইন পেশায় যুক্ত আছেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মোঃ জালাল উদ্দিন।
- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৫.৯৮% (১৯৩ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২২ জন (৮.৬৬%) করে। আইনজীবি রয়েছেন ২ জন (০.৭৮%)। তারা হচ্ছেন ২৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ জাকির হোসেন ও ৪৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ সাইফুল ইসলাম মোল্লা। ১৯ জন (৭.৪৮%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশই (৩৯ জন বা ৪৬.৪২%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ৭ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাড়ায় ৪৬ (৫৪.৭৬%)। ২৩ জন (২৭.৩৮%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে আইনজীবি রয়েছেন ৫ জন (৫.৯৫%)। তারা হচ্ছেন ৮ নং ওয়ার্ডের আঞ্জুমানারা ও নাছরিন আক্তার, ৯ নং ওয়ার্ডের শাহানাজ আক্তার, ১০ নং ওয়ার্ডের মোসাঃ আয়েশা আক্তার এবং ১৮ নং ওয়ার্ডের শাহীন আক্তার মুক্তা।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৬৩.৪৭% ভাগই (২১৯ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ২৭ জন প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২.২ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ ২০%	৩ ৬০%	০ **০%**	০ **০%**	০ **০%**	১ ২০%	০ **০%**	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৭ ৪.৭২%	১১৩ ৭৬.৩৫%	১০ ৬.৭৫%	২ ১.৩৫%	০ **০%**	৬ ৪.০৫%	১০ ৬.৭৫%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ **০%**	১০ ২৫.৬৪%	১ ২.৫৬%	১ ২.৫৬%	১৫ ৩৮.৪৬%	২ ৫.১২%	১০ ২৫.৬৪%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	**৮** **৪.১৬%**	**১২৬** **৬৫.৬২%**	**১১** **৫.৭২%**	**৩** **১.৫৬%**	**১৫** **৭.৮১%**	**৯** **৪.৬৮%**	**২০** **১০.৪১%**	**১৯২** **১০০%**	

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনই (৬০%) ব্যবসায়ী। এই ৩ জন হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মোঃ মুজাম্মিল হক। জাতীয় পার্টির এস এম শফিকুর রহমানের পেশা কৃষি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু পেশার ঘরে উল্লেখ করেছেন 'এখন ব্যবসা বন্ধ, বাড়ী ভাড়া আয়ের উৎস'।

- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৬.৩৫% (১১৩ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ৭ জন (৪.৭২%) করে। আইনজীবি রয়েছেন ২ জন (০.৭৮%)। তারা হচ্ছেন ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মোঃ মনিরুল ইসলাম এবং ৩১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল । ১০ জন (৬.৭৫%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশই (১৫ জন বা ৩৮.৪৬%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ১০ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাড়ায় ২৫ (৬৪.১০%)। ১০ জন (২৫.৬৪%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে আইনজীবি রয়েছেন ১ জন (৫.৯৫%)। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ৫ নং ওয়ার্ডের মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৬৫.৬২% ভাগই (১২৬ জন) ব্যবসায়ী।

- সর্বমোট ২০ জন প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।

- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

৩.১ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৯৩ ৩৬.৬১%	৩৮ ১৪.৯৬%	৭ ২.৭৫%	৬ ২.৩৬%	২২ ৮.৬৬%	১ ০.৩৯%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫ ৫.৯৫%	২ ২.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**১০০** **২৮.৯৮%**	**৪৩** **১২.৪৬%**	**৭** **২.০২%**	**৬** **১.৭৩%**	**২৪** **৬.৯৫%**	**১** **০.২৮%**	**৩৪৫** **১০০%**	

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৪২.৮৫%)। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী কাজী মোঃ রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ৩টি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী জনাব হাসান উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ৩টি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অতীতে ২টি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই। অন্যান্য মেয়র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও কখনও ছিল না।

- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৯৩ জনের (৩৬.৬১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৮ জনের (১৪.৯৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২২ জনের (৮.৬৬%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৭ জনের (২.৭৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৬ জনের (২.৩৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ১ জনের বিরুদ্ধে উভয় সময়ে আছে বা ছিল। যে ৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ২ নং ওয়ার্ডের মোঃ নূরুল ইসলাম, ৭ নং ওয়ার্ডের সেলিম রেজা, ১৩ নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ শাহীন আলম, ২৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ মনির হোসেন, ৩০ নং ওয়ার্ডের মোঃ আনোয়ার হোসেন, ৩২ নং ওয়ার্ডের মোঃ আতাউর রহমান এবং ৩৫ নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন। অতীতে ৩০২ ধারার মামলাভূক্ত ৬ জন প্রার্থী হচ্ছেন ৩ নং ওয়ার্ডের মোঃ সাইজ উদ্দিন মোল্লা, ২৪ নং ওয়ার্ডের মোঃ আমজাদ নেওয়াজ, ৩৩ নং ওয়ার্ডের আলহাজ্ব মোঃ মিজানুর রহমান, ৩৫ নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৩৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ আলমগীর হোসেন এবং ৪৯ নং ওয়ার্ডের মোঃ মোবারক হোসেন মিলন। উল্লেখ্য, ৩৫ নং ওয়ার্ডের আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে অতীতেও ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে।
- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (৫.৯৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ২ জনের (২.৩৮%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। বর্তমানে মামলা রয়েছে এমন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন, ১ নং ওয়ার্ডের সুমি ইসলাম ও মনোয়ারা, ৩ নং ওয়ার্ডের মিসেস শিরীন চাকলাদার, ৫ নং ওয়ার্ডের জুলেখা এবং ১২ নং ওয়ার্ডের মোঃ রীনা আক্তার । অতীতে মামলা ছিল এমন কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৯ নং ওয়ার্ডের মোছাঃ ছাবিহা বেগম ও ১৩ নং ওয়ার্ডের মোসাঃ শিরিন আক্তার।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০০ জনের (২৮.৯৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৩ জনের (১২.৪৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২৪ জনের (৬.৯৫%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৭ জনের (২.০২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৬

জনের বিরুদ্ধে (১.৭৩%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ১ জনের (০.২৮%) বিরুদ্ধে। এরা সকলেই সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিল প্রার্থী।

৩.২ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩০ ২০.২৭%	৩৭ ২৫%	৪ ২.৭০%	৮ ৫.৪০%	১৪ ৯.৪৫%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	**৩২ ১৬.৬৬%**	**৪১ ২১.৩৫%**	**৫ ২.৬০%**	**৯ ৪.৬৮%**	**১৬ ৮.৩৩%**	**১ ০.৫২%**	**১৯২ ১০০%**	

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৬০%)। জাতীয় পার্টির প্রার্থী এস এম শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ২টি; বর্তমান মামলার মধ্যে ১টি রয়েছে ৩০২ ধারার। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী জনাব নজরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে বর্তমানে ৪টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ৩টি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে অতীতে ৯টি ফৌজদারি মামলা ছিল; তবে বর্তমানে নেই। অতীত মামলাসমূহের মধ্যে ৩০২ ধারার মামলা ছিল ৪টি। অন্য ২ জন মেয়র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও কখনও ছিল না।
- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩০ জনের (২০.২৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৭ জনের (২৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৪ জনের (৯.৪৫%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৪ জনের (২.৭০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৮ জনের (৫.৪০%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ১ জনের (০.৬৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে আছে বা ছিল। যে ৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ডের মোঃ শাহাদাত মিনা, ৪ নং ওয়ার্ডের গোলাম রব্বানী, ৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ শামসুল আলম মিল্টন এবং ৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ সুলতান মাহমুদ, । অতীতে ৩০২ ধারার মামলাভূক্ত প্রার্থীরা হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ডের মোঃ শাহাদাত মিনা, ৪ নং ওয়ার্ডের মোঃ আশরাফ হোসেন, ৫ নং ওয়ার্ডের শেখ মোহাম্মাদ আলী, ১৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস, ১৮ নং ওয়ার্ডের টি এম আরিফ, ২১ নং ওয়ার্ডের মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন ও মোল্লা ফরিদ আহমেদ এবং ২৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ মাহমুদ আলম বাবু মোড়ল । উল্লেখ্য, ১ নং ওয়ার্ডের মোঃ শাহাদাত মিনার বিরুদ্ধে অতীতেও ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে।
- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১ জনের (২.৫৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ১টি ফৌজদারি মামলা ছিল। তিনি হচ্ছেন সংরক্ষিত ৫ নং ওয়ার্ডের মোছা আনজিনা খাতুন। অন্যান্য সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও কখনও ছিল না।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩২ জনের (১৬.৬৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৩ জনের (২১.৩৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৬ জনের (৮.৩৩%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৫ জনের (২.৬০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৯ জনের বিরুদ্ধে (৪.৬৮%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ১ জনের (০.৫২%) বিরুদ্ধে।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

৪.১ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩৭ ১৪.৫৬%	১৫২ ৫৯.৫৪%	৪৩ ১৬.৯২%	২ ০.৭৮%	২ ০.৭৮%	১ ০.৩৯%	১৭ ৬.৬৯%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১৭ ২০.২৩%	৩৯ ৪৬.৪২%	৪ ৪.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২৪ ২৮.৫৭%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**৫৪ ১৫.৬৫%**	**১৯৩ ৫৫.৯৪%**	**৫০ ১৪.৪৯%**	**২ ০.৫৭%**	**২ ০.৫৭%**	**২ ০.৫৭%**	**৪২ ১২.১৭%**	**৩৪৫ ১০০%**	

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (২৮.৫৭%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ৩ জনের (৪২.৮৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় দুই কোটি টাকার অধিক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ২,১৬,৩৮,০০০.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ হাসান উদ্দিন সরকারের। তিনি বছরে ১৭,৮৯, ৫২৪.০০ টাকা আয় করেন।
- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৮৯ জনই (৭৪.৪০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৪৫ জন (১৭.৭১%), ৫০ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ২ জন (০.৭৮%) এবং এক কোটি টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (০.৩৯%) প্রার্থী। বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থী হচ্ছেন ৪৩ নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ। তিনি বছরে ১,৫২,৬২,৯৬১.০০ টাকা আয় করেন। ১৭ জন (৬.৬৯%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- সংরক্ষিত আসনের ৮৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৬ জনের (৬৬.৬৬%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৪ জন (৪.৭৬%)। ২৪ জন (২৮.৫৭%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪৭ জনের (৭১.৫৯%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৪২ জনকে (১২.১৭%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮৩.৭৬% (২৮৯ জন)। বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সিংহভাগই স্বল্প আয়ের।

বার্ষিক আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

আসন্ন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই দুই নির্বাচনকালে হলফনামায় প্রদত্ত তার বার্ষিক আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,১৮,৫৯,৫০০	০	১,১৮,৫৯,৫০০	২,১৬,৩৮,০০০	০	২,১৬,৩৮,০০০	৯৭,৭৮,৫০০	৮২.৪৫%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের আয় ২০১৩ সালের তুলনায় ৯৭,৭৮,৫০০.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় ৮২.৪৫%।

৪.২ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	১ ২০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩৫ ২৩.৬৪%	৬৫ ৪৩.৯১%	৩২ ২১.৬২%	২ ১.৩৫%	১ ০.৬৭%	১ ০.৬৭%	১২ ৮.১০%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১০ ২৫.৬৪%	১৩ ৩৩.৩৩%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৪ ৩৫.৮৯%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	**৪৫ ২৩.৪৩%**	**৮০ ৪১.৬৬%**	**৩৫ ১৮.২২%**	**২ ১.০৪%**	**২ ১.০৪%**	**১ ০.৫২%**	**২৭ ১৪.০৬%**	**১৯২ ১০০%**	

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৪০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ১ জনের (২০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় ৫০ লক্ষাধিক টাকা। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ৫২,৭৬,১৩৪.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জুর। তিনি বছরে ৫,২৫,০০০.০০ টাকা আয় করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু কোনো আয় দেখাননি।
- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১০০ জনই (৬৭.৫৬%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৩৪ জন (২২.৯৭%), ৫০ থেকে ১ কোটি টাকার কম আয় করেন ১ জন (০.৬৭%) এবং এক কোটি টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (০.৬৭%) প্রার্থী। এককোটি টাকার অধিক আয়কারী কাউন্সিলর প্রার্থী হচ্ছেন ২৮ নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ। তিনি বছরে ১,৩৪,২৯,৮৭৫.০০ টাকা আয় করেন। ১২ জন (৮.১০%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৩ জনের (৫৮.৯৭%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ২ জন (৫.১২%)। ১৪ জন (৩৫.৮৯%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২৫ জনের (৬৫.১০%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জনকে (১৪.০৬%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৭৯.১৬% (১৫২জন)। বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সিংহভাগই স্বল্প আয়ের।

বার্ষিক আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

আসন্ন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই দুই নির্বাচনকালে হলফনামায় প্রদত্ত তার বার্ষিক আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৪,৬৩,১৬,৫২৭	৬৯,৫০,৭৫০	৫,৩২,৬৭,২৭৭	৪১,৭৫,৫৫৫	১১,০০,৫৭৯	৫২,৭৬,১৩৪	-৪,৭৯,৯১,১৪৩	-৯০.০৯%

তালুকদার আব্দুল খালেকের আয় ২০১৩ সালের তুলনায় -৪,৭৯,৯১,১৪৩ টাকা হ্রাস পেয়েছে। শতকরা হারে হ্রাসের এই পরিমাণ দাড়ায় -৯০.০৯%।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

৫.১ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ ১৪.২৮%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৫৬ ৬১.৪১%	৪৯ ১৯.২৯%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	৩ ১.১৮%	০ ০%	৩১ ১২.২০%	২৫৪ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫৯ ৭০.২৩%	১৪ ১৬.৬৬%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১১.৯০%	৮৪ ১০০%	
সর্বমোট	**২১৬ ৬২.৬০%**	**৬৬ ১৯.১৩%**	**১৩ ৩.৭৬%**	**৩ ০.৮৬%**	**৪ ১.১৫%**	**১ ০.২৮%**	**৪২ ১২.১৭%**	**৩৪৫ ১০০%**	

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ৩ জনের (৪২.৮৬%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের। তার মোট সম্পদের পরিমান ৮, ৮৮,২৬,৭৩৬.০০ টাকা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ হাসান উদ্দিন সরকারের মোট সম্পদের পরিমান ২,৩৪, ৭৮,২৪৯.০০ টাকা।

- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১৫৬ জন অথবা ৬১.৪১%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৬১ জনের (২৪.০১%) এবং ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৩ জনের (১.১৮%)। ৩ জন (১.১৮%) কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ কোটি টাকার অধিক; তারা হচ্ছেন ৪৩ নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (সম্পদের পরিমান: ১৮,২৬,৫৭,৬৪৯.০০ টাকা), ৫৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ গিয়াস উদ্দিন সরকার (সম্পদের পরিমান: ১৮,১০,৫১,৭৬৫.০০ টাকা) এবং ৪৪ নং ওয়ার্ডের মোঃ মাজহারুল ইসলাম (সম্পদের পরিমান: ১,৩৮,৫৫,২০৯.০০ টাকা)। ৩১ জন (১২.২০%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৯ জনের (৭০.২৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ১৫ জন (১৭.৮৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ১০ জন (১১.৯০%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১৬ জনই (৬২.৬০%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৪২ জন প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৮ জন (৭৪.৭৮%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৫ জন (১.৪৪%)।

সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণঃ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তার সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,১৮,৯৪,৭৩৭	০	১,১৮,৯৪,৭৩৭	৮,৮৮,২৬,৭৩৬	০	৮,৮৮,২৬,৭৩৬	৭,৬৯,৩১,৯৯৯	৬৪৬.৭৭%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৭,৬৯,৩১,৯৯৯.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় ৬৩৬.৭৭%।

৫.২ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	৪ ৮০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৭৭ ৫২.০২%	২৭ ১৮.২৪%	৬ ৪.০৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	০ ০%	৩৪ ২২.৯৭%	১৪৮ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২৮ ৭১.৭৯%	৭ ১৭.৯৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪ ১০.২৫%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	**১০৯ ৫৬.৭৭%**	**৩৪ ১৭.৭০%**	**৬ ৩.১২%**	**৩ ১.৫৬%**	**১ ০.৫২%**	**১ ০.৫২%**	**৩৮ ১৯.৭৯%**	**১৯২ ১০০%**	

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ৩ জনের (৪২.৮৬%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের। তার মোট সম্পদের পরিমান ১১,৮৩,৩১,৫৫৬.০০ টাকা।

- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৭৭ জন অথবা ৫২.০২%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৩৬ জনের (২৪.৩২%) এবং ১ কোটি টাকা মূল্যমানের অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ১ জনের (০.৬৭%)। কোটি টাকার অধিক সম্পদের অধিকারী কাউন্সিলর প্রার্থী হচ্ছেন ১৪ নং ওয়ার্ডের শেখ মফিজুর রহমান পলাশ। তিনি ১,১৪,১০,৬৩৮.০০ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিক। ৩৪ জন (২২.৯৭%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৮ জনের (৭১.৭৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ রয়েছে ৭ জন (১৭.৯৪%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৪ জন (১০.২৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৯ জনই (৫৬.৭৭%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৩৮ জন প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৩ জন (৭৪.৪৭%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ২ জন (১.০৪%)।

প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও অনেক বেশি বলে আমরা মনে করি।

সম্পদের বিশ্লেষণঃ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তার সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৩,৮৭,০৭,৭৪৪	৬,২১,৩৩,৫৪৭	১০,০৮,৪১,২৯১	৭,৮২,৫৫,২৬৪	৪,০০,৭৬,২৯২	১১,৮৩,৩১,৫৫৬	১,৭৪,৯০,২৬৫	১৭.৩৪%

তালুকদার আব্দুল খালেকের সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১,৭৪,৯০,২৬৫.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় ১৭.৩৪%।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

৬.১ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	১ ১৪.২৮%
কাউন্সিলর	৫ ১.৯৬%	১১ ৪.৩৩%	১২ ৪.৭২%	৩ ১.১৮%	১০ ৩.৯৩%	০ ০%	২৫৪ ১০০%	৪১ ১৬.১৪%
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	৩ ৩.৫৭%	০ ০%	১ ১.১৯%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	৪ ৪.৭৬%
সর্বমোট	**৫ ১.৪৪%**	**১৪ ৪.০৫%**	**১২ ৩.৪৭%**	**৪ ১.১৫%**	**১১ ৩.১৮%**	০ ০%	**৩৪৫ ১০০%**	**৪৬ ১৩.৩৩%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) দায়-দেনা ও ঋণ রয়েছে। ঋণ গ্রহণকারী মেয়র প্রার্থী হলেন ইসলামী ঐক্য জোটের ফজলুর রহমান। তিনি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক থেকে ১,১৩,২৫,৭২৯.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।
- সাধারণ আসনের ২৫৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪১ জন (১৬.১৪%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৮৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪ জন (৪.৭৬%) ঋণ গ্রহীতা। সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ৪৬ জন (১৩.৩৩%)।
- মোট ৪৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জনের (২৩.৯১%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন মেয়র প্রার্থী ছাড়াও ১০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন।

দায়-দেনার চিত্র:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী তার দায়-দেনার চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৮৫,০০,০০০	০	৮৫,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০	০	৮,০০,০০,০০০	৭,১৫,০০,০০০	৮৪১.১৭%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের দায়-দেনার পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৭,১৫,০০,০০০.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় ৮৪১.১৭%।

নিট সম্পদের চিত্র:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
ধনসম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ	ধনসম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ		
১,১৮,৯৪,৭৩৭	৮৫,০০,০০০	৩৩,৯৪,৭৩৭	৮,৮৮,২৬,৭৩৬	৮,০০,০০,০০০	৮৮,২৬,৭৩৬	৫৪,৩১,৯৯৯	১৬০.০১%

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের নিট সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৫৪,৩১,৯৯৯.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় ১৬০.০১%।

৬.২ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	১ ২০%
কাউন্সিলর	৩ ২.০২%	২ ১.৩৫%	৩ ২.০২%	১ ০.৬৭%	২ ১.৩৫%	২ ১.৩৫%	১৪৮ ১০০%	১৩ ৮.৭৮%
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	০ ০%
সর্বমোট	**৩ ১.৫৬%**	**২ ১.০৪%**	**৪ ২.০৮%**	**১ ০.৫২%**	**২ ১.০৪%**	**২ ১.০৪%**	**১৯২ ১০০%**	**১৪ ৭.২৯%**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (২০%) দায়-দেনা ও ঋণ রয়েছে। ঋণ গ্রহণকারী মেয়র প্রার্থী হলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিজানুর রহমান বাবু । তিনি সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক থেকে ৪০,০০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।
- সাধারণ আসনের ১৪৮ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন (৮.৭৮%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে কেউই ঋণ গ্রহণ করেননি। সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৪ জন (৭.২৯%)।
- মোট ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী ৪ জনই সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী। ৫ কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী ২ জন প্রার্থী হচ্ছেন ২২ নং ওয়ার্ডের কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু এবং ১৪ নং ওয়ার্ডের শেখ মফিজুর রহমান পলাশ; তারা যথাক্রমে ৩০,৪৭,৪৪,৪১৫.০০ টাকা এবং ৬, ২৫,০০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

দায়-দেনার চিত্রঃ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক কর্তৃক ২০১৩ সাল ও ২০১৮ সালে হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী তার দায়-দেনার চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৩,৮৫,০০০	০	৩,৮৫,০০০	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়

নিট সম্পদের চিত্রঃ

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
ধনসম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ	ধনসম্পত্তি	দায়	মোট সম্পদ		
৩,৮৭,০৭,৭৪৪	৩,৮৫,০০০	৩,৮৩,২২,৭৪৪	৭,৮২,৫৫,২৬৪	০	৭,৮২,৫৫,২৬৪	৩,৯৯,৩২,৫২০	১০৪.২০%

তালুকদার আব্দুল খালেকের নিট সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩,৯৯,৩২,৫২০.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় ১০৪.২০%।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

৭.১ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
কাউন্সিলর	৪০ ১৫.৭৪%	৭ ২.৭৫%	৩১ ১২.২০%	৭ ২.৭৫%	১৩ ৫.১১%	১ ০.৩৯%	২ ০.৭৮%	২৫৪ ১০০%	১০১ ৩৯.৭৬%
মহিলা কাউন্সিলর	৮ ৯.৫২%	১ ১.১৯%	৫ ৫.৯৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮৪ ১০০%	১৪ ১৬.৬৬%
সর্বমোট	**৪৯ ১৪.২০%**	**৮ ২.৩১%**	**৩৬ ১০.৪৩%**	**৯ ২.৬০%**	**১৩ ৩.৭৬%**	**১ ০.২৮**	**৩ ০.৮৬%**	**৩৪৫ ১০০%**	**১১৯ ৩৪.৪৯%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে করের আওতায় পড়েছেন ৪ জন। সর্বশেষ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৬৪,০০,৫৪০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮০,৫৬৪.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোঃ হাসান উদ্দিন সরকার এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬৩,৩৪০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন ইসলামী ঐক্য জোটের প্রার্থী ফজলুর রহমান। কর প্রদানকারী অপর প্রার্থী কাজী মোঃ রুহুল আমিন। তিনি ৫,০০০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- ২৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১০১ জন (৩৯.৭৬%) আয়কর প্রদানকারী। এই মধ্যে ১০১ জনের মধ্যে ৪০ জন (৩৯.৬০%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ১৬ জন (১৫.৮৪%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৪৩ নং ওয়ার্ডের আসাদুর রহমান কিরণ (প্রদত্ত করঃ ১৩,৭২,২৮৯.০০ টাকা), ৪৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ নূরুল ইসলাম (প্রদত্ত করঃ ১০,৯১,৮৯৪.০০ টাকা) এবং ১৩ নং ওয়ার্ডের খোরশেদ আলম সরকার (প্রদত্ত করঃ ৮,৪৭,৫৮৮.০০ টাকা)।
- ৮৪ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ১৪ জন (১৬.৬৬%) আয়কর প্রদানকারী। এদের মধ্যে ৮ জনই (৫৭.১৪%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১১৯ জন (৩৪.৪৯%) কর প্রদানকারী। এই ১১৯ জনের মধ্যে ৪৯ জনই (৪১.১৭%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ১৭ জনের মধে ১৬ জনই (৯৪.১১%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

৭.২ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
কাউন্সিলর	৫২ ৩৫.১৩%	৬ ৪.০৫%	১৬ ১০.৮১%	২ ১.৩৫%	৭ ৪.৭২%	৪ ২.৭০%	১ ০.৬৭%	১৪৮ ১০০%	৮৮ ৫৯.৪৫%
মহিলা কাউন্সিলর	১৭ ৪৩.৫৮%	২ ৫.১২%	২ ৫.১২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	২১ ৫৩.৮৪%
সর্বমোট	**৭০ ৩৬.৪৫%**	**৮ ৪.১৬%**	**১৮ ৯.৩৭%**	**২ ১.০৪%**	**৮ ৪.১৬%**	**৪ ২.০৮%**	**১ ০.৫২%**	**১৯২ ১০০%**	**১১১ ৫৭.৮১%**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে করের আওতায় পড়েছেন ২ জন। সর্বশেষ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ২,৩০,৯২১.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে অপর করদাতা হলেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী এস এম শফিকুর রহমান। তিনি সর্বশেষ অর্থ বছরে ৪,০০০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।

- ১৪৮ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৮৮ জন (৫৯.৪৫%) আয়কর প্রদানকারী। এই মধ্যে ৮৮ জনের মধ্যে ৫২ জন (৫৯.০৯%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ১২ জন (১৩.৬৩%) কাউন্সিলর প্রার্থী লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন ৫জন কাউন্সিলর প্রার্থী। এই প্রার্থীরা হচ্ছেন ২৮ নং ওয়ার্ডের আজমল আহমেদ (প্রদত্ত কর: ১১,৫২,৯৮৮.০০ টাকা), ১৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস (প্রদত্ত কর: ৯,৭৩,০৫৯.০০ টাকা), ২৭ নং ওয়ার্ডের জেড এ মাহমুদ ডন (প্রদত্ত কর: ৭,০৭,৩৪২.০০ টাকা), ১৪ নং ওয়ার্ডের শেখ মফিজুর রহমান পলাশ (প্রদত্ত কর: ৬,৪৩,৭৩৬.০০ টাকা) এবং ৩ নং ওয়ার্ডের শেখ গাউছ হোসেন (প্রদত্ত কর: ৫,৭৩,৪৮০.০০ টাকা)।

- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ২১ জন (৫৩.৮৪%) আয়কর প্রদানকারী। এদের মধ্যে ১৭ জনই (৮০.৯৫%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।

- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ১৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১১১ জন (৫৭.৮১%) কর প্রদানকারী। এই ১১১ জনের মধ্যে ৭০ জনই (৬৩.০৬%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ১৩ জনের মধে ১২ জনই (৯২.৩০%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

আমাদের প্রত্যাশা, আমরা প্রার্থীদের তথ্যের যে বিশ্লেষণ তুলে ধরছি, গণমাধ্যমে তা প্রচারিত ও প্রকাশিত হবে এবং ভোটাররা কী ধরনের প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন। একইসাথে মেয়র প্রার্থীসহ স্ব স্ব এলাকার কাউন্সিলর প্রার্থীদের তথ্য সম্পর্কে তারা জানবেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনে, শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। শুধুমাত্র সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা বা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানোই নয়, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে:

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** গত ২৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে আমরা শহীদ হাদিস পার্কে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী সকল মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে এবং ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জয়দেবপুর কনভেনশন সেন্টারে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী সকল মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করেছি। খুলনার অনুষ্ঠানে ৫ জন এবং গাজীপুরের অনুষ্ঠানে ৭ জন মেয়র প্রার্থীই উপস্থিত ছিলেন। শুধুমাত্র মেয়র প্রার্থীই নয় গত ২৭ এপ্রিল থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫টি ওয়ার্ডে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গাজীপুরে মোট ২০টি ওয়ার্ডে এবং খুলনায় ১৫টি ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে'র আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা যেমন লিখিত অঙ্গীকার করছেন, ভোটারাও তেমনি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে শপথ করছেন।

- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হচ্ছে। একইভাবে যে সকল ওয়ার্ডে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্যচিত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** প্রার্থীদের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.shujan.org) সন্নিবেশিত করছি।

- **সংবাদ সম্মেলনঃ** আজকের এই সংবাদ সম্মেলন ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে খুলনায় এবং ১৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে গাজীপুরে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সংবাদ সম্মেলন দুটি থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নির্বাচনের পরেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণসহ নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরার জন্য আর একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হবে।

- **মানববন্ধনঃ** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে আগামী ১৩ মে ২০১৮ তারিখে আমরা গাজীপুর ও খুলনায় মানববন্ধন রচনা করবো।

- **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণাঃ** অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডঃ** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়েও প্রচারণা চালানোর কাজ শুরু করা হচ্ছে। দুটি সাংস্কৃতিক দল পিক-আপে করে দুটি সিটি কর্পোরেশন সমগ্র এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালাবে।

- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহারঃ** গত ১০ এপ্রিল থেকে সুজন-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। আমরা সকলকেই এই প্রচারণার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

নির্বাচন প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের সংবিধান অনুযায়ী **প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ**। কিন্তু এই জনগণ বা মালিকরা সরাসরি দেশ পরিচালনা বা আইনি বিধান বলে সৃষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় অংশ নেয় না। মালিকরা রাষ্ট্র পরিচালনাসহ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে। তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের কল্যাণের জন্য। আর **এই জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন**। এই পদ্ধতি যদি সঠিক হয়, তবে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আর যদি সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়, তবে মালিকরা তাদের প্রকৃত প্রতিনিধি পান না। সে ক্ষেত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র বা সেবাদানকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করছে একথা বলা যাবে না। তাই, সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিও মেনে চলতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের কতগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন: ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন; যারা প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; এবং ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

পরিশেষে, আমরা এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। এখন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে দুটি সিটির নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে। ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এই দুটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও নিকট অতীতে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা ছাড়া অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। যদিও কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত কিছু ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন সুষ্ঠুতা নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রশ্ন উঠেছে।

আমাদের প্রত্যাশা নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও ত্রুটিমুক্তভাবে তথা অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই বিবেচনায় রাখবে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের জাতীয় নির্বাচন। সঙ্গত কারণেই গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ এখন থেকে বড় বড় যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হবে, সারাদেশের সচেতন নাগরিকদের দৃষ্টি থাকবে সেদিকে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের আন্তরিকতা, সক্ষমতা, নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা, সাহসিকতা ইত্যাদি দিকগুলো পরখ করার সুযোগ পাবে।

প্রসঙ্গত, গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য নিয়ে গণমাধ্যমে প্রশ্ন উঠেছে। কারো কারো বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য গোপনের ও অসত্য তথ্য প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। আইন অনুযায়ী হলফনামায় তথ্য গোপন করলে কিংবা মিথ্যা তথ্য দিলে মনোনয়নপত্র বাতিল হবার কথা। তথ্য গোপন করে কিংবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে নির্বাচিত হলে নির্বাচন বাতিলযোগ্য। আমরা আশাকরি নির্বাচন কমিশন জনস্বার্থে মেয়র পদপ্রার্থীদের হলফনামাগুলো চুলচেরাভাবে যাচাই-বাছাই করে তথ্য গোপনকারী ও ভুল তথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাহলেই কমিশন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

আমাদের বিশ্বাস, নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই তার দায়-দায়িত্বের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এই নির্বাচন পরিচালনা করবে। তবে এও ঠিক যে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের একক প্রচেষ্টায় কখনোই সম্ভব নয়। অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের সদিচ্ছা প্রধানতম পূর্বশর্ত। এছাড়াও রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থক এবং ভোটারদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমরা আশাবাদী যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী ১৫ মে ২০১৮, গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনে আমরা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো।